গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০১/২০০২ তারিখঃ ২৭/০৭/২০০২ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)
২০০২-২০০৩

বিষয়ঃ ২০০২ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ও ভ্রমণকরের হারে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা, ভ্রমণকরের হারে আনীত সংশোধনী এবং এস. আর. ও এর মাধ্যমে আনীত বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার

১। ইতোপূর্বে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের ক্ষেত্রে চার স্তর বিশিষ্ট কর হার প্রচলিত ছিল এবং ন্যূনতম করের পরিমান ছিল ১,০০০ টাকা। অর্থ আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে ব্যক্তি-করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট নিম্নরূপ কর হার প্রবর্তন করা হয়েছেঃ

	হার
(১) প্রথম ৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(৩) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(৪) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে সর্বনিম্ন প্রদেয় আয়কর হবে ১,২০০/- টাকা।

পরিবর্তিত এ কর হার ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কোম্পানীর কর হার পরিবর্তন

২। ইতোপূর্বে কোম্পানী করদাতাদের জন্য কর হার ছিল 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী'র ক্ষেত্রে ৩৫% এবং অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৪০%। অর্থ আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে কোম্পানী করদাতাদের কর হার নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

. বিবরণ	আয়করের হার
'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর' ক্ষেত্রে ..... (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানীসহ অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)	মোট আয়ের ৩০%
'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী' ব্যতীত অন্যান্য সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে ..... (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানীসহ অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)	মোট আয়ের ৩৫%
ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানীসহ অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	মোট আয়ের ৪০%

পরিবর্তিত এ কর হার ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর' বেলায় আয়কর হারের বিশেষ রেয়াত

৩। ইতোপূর্বে 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী' ২৫% বা তার চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে প্রযোজ্য আয়করের ১০% হারে আয়কর রেয়াত পেত। অর্থ আইন, ২০০২ এ আনীত পরিবর্তনের ফলে 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী' ২০% বা তার চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে প্রযোজ্য আয়করের ১০% হারে আয়কর রেয়াত প্রাপ্ত হবে। তবে ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ রেয়াত প্রযোজ্য হবে না। কর রেয়াতের পরিবর্তিত এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কর্পোরেট কর হারের জন্য 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী'র সংজ্ঞা পরিবর্তন

৪। অর্থ আইনে 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী' গণ্য করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত বিদ্যমান ছিল-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মুলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ এর উদ্যোক্তা ও পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যদের মালিকানায় থাকতে হবে এবং এ মর্মে উক্ত কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত চার্টার্ড একাউনটেন্টের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;

(খ) উদ্যোক্তা এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না; এবং

(গ) যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীটির শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

অর্থ আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে প্রথমোক্ত শর্ত দু'টি বিলোপ করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হলেই কোন কোম্পানী 'পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী' হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই অনুযায়ী করারোপিত হবে।

সম্পদ জনিত সারচার্জ বিলোপ

৫। ইতোপূর্বে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার নীট পরিসম্পদের অর্জন মূল্য ১০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১০% হারে সারচার্জ প্রদানের বিধান ছিল, যা নিম্নরূপঃ

প্রদর্শিত নীট পরিসম্পদের মুল্য	সারচার্জের হার
১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
১০,০০,০০১/- টাকা হতে ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১০%
৩০,০০,০০১/- টাকার অধিক	আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১৫%

অর্থ আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য সারচার্জ প্রযোজ্য হবে না। তবে ২০০২-২০০৩ কর বছরের পূর্বের অনিষ্পন্ন মামলার বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সারচার্জ আরোপ করতে হবে।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর অবন্টিত মুনাফার উপর 'অতিরিক্ত কর' (additional tax) আরোপ

৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন 16B ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী ব্যতীত ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী পর্যাপ্ত 'divisible profit' থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিশোধিত মূলধনের ১৫ শতাংশের কম লভ্যাংশ কিংবা বোনাস শেয়ার ঘোষণা করলে উক্ত কোম্পানীর অবন্টিত মুনাফা (undistributed profit) এর উপর ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত কর ধার্যের বিধান করা হয়েছে। এ ধারার বিধান অনুযায়ী অবন্টিত মুনাফা (undistributed profit) নিম্নরূপ পদ্ধতিতে পরিগণনা করতে হবেঃ

Undistributed profit = (disclosed income + accumulated profit + free reserve) - (dividend/bonus share paid issued or declared + tax payable u/s 74 + paid-up capital)

এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিবর্তন

৭.১। 83A ধারার উপ-ধারা (2) এর proviso বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং উপধারা (3) ও (4) সংযোজন করা হয়েছে। উপ-ধারা (2) এর proviso পরিবর্তিত আকারে উপ-ধারা (3) হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। এই উপ-ধারা (3) অনুসারে কোন করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতির বিধি অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল করলে এবং সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ২০ শতাংশ বেশী আয় দেখালে তার স্বনির্ধারণী রিটার্ণ অডিটের আওতা বহির্ভূত থাকবে। উপ-ধারা (4) অনুসারে কোন নতুন করদাতার স্বনির্ধারণ পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণকে অডিটের আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে।

৭.২। স্বনির্ধারণী পদ্ধতি সম্পর্কিত আয়কর বিধি 38 প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত এ বিধির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

(১) 75 ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে;

(২) করযোগ্য সীমার নীচের আয়, লোকসান অথবা পূর্ববর্তী কর বছর অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শণ করা যাবে না;

(৩) রিফান্ড, দান গ্রহণ বা দান প্রদান সম্বলিত রিটার্ণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৪) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন আয় প্রদর্শন করা যাবে না;

(৫) ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে;

(৬) হিসাবের খাতাপত্র রাখেন এরূপ ব্যবসার আয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন/বানিজ্যিক হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব বা প্রাপ্তি ও ব্যয় হিসাব এবং স্থিতিপত্র সংযোজন করতে হবে;

(৭) ব্যবসার আয়ের হিসাবের খাতাপত্র না থাকলে তার আয়/ব্যয় সম্পর্কিত একটি বিবরণী সংযোজন করতে হবে;

(৮) রিটার্ণ দাখিলের দিনে বা তার পূর্বে কর পরিশোধ করতে হবে;

(৯) ব্যবসা বা পেশার আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধন দেখানোর শর্তটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরে ব্যবসা বা পেশার আয় আছে এমন নতুন করদাতা যে কোন অংকের প্রারম্ভিক মূলধন দেখাতে পারবেন। তবে প্রারম্ভিক মূলধনের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ব্যবসা বা পেশার আয় দেখাতে হবে। বর্তমান বিধানে মূলধন বিনা প্রশ্নে গ্রহণের সম্প্রসারিত সুযোগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য পূর্বের বিধানের আওতায় মূলধনের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ আয় দেখানোর শর্ত ছিল;

(১০) আয়কর বিধি 38 এর সকল শর্ত পূরণ করলে দাখিলকৃত স্বনির্ধারণী পদ্ধতির রিটার্ণের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই কর নির্ধারণ আদেশ বলে গণ্য হবে;

(১১) এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর স্বনির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা 83AA সংশোধন

৮। ধারা 83AA এর উপ-ধারা (1) সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীকে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের জন্য ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা (২৫ হাজার টাকার পরিবর্তে) আয়কর পরিশোধ করতে হবে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে

কতিপয় কর্পোরেট করদাতার ক্ষেত্রে রিটার্ণে ঘোষিত আয় গ্রহণ করা সম্পর্কিত 82 ধারার সংশোধন

৯। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 82 ধারার (1) উপ-ধারার প্রথম proviso অনুসারে ৫০ শতাংশ বা এর বেশী মূলধন বিদেশী মালিকানাধীন এরূপ কোম্পানীর ঘোষিত আয় চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গ্রহণের বিধান ছিল। এই proviso সংশোধন করে ৩০ শতাংশ বা তার বেশী মূলধন বিদেশী মালিকানাধীন এরূপ কোম্পানীকেও এধারার আওতায় কর নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এ উপধারার 'Explanation' সংশোধনের মাধ্যমে বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী (branch company) কে এ ধারার আওতায় কর নির্ধারণের যোগ্য করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আয়কর রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত 75 ধারার সংশোধন

১০। (১) 75 ধারার উপ-ধারা (3) এর proviso অনুসারে করদাতার আবেদনক্রমে উপ কর কমিশনার আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ ৩ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপ কর কমিশনার আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ এ সময়ের অতিরিক্ত আরও ৩ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন এরূপ বিধান করে এ proviso টি সংশোধন করা হয়েছে;

(২) 75 ধারার উপ-ধারা (2) সংশোধনের মাধ্যমে-

(ক) কোম্পানী করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণের সাথে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(খ) ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ণের সাথে তাদের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য দাখিলের বিধান করা হয়েছে। এ তথ্য সম্পর্কিত ছক নিম্নরূপঃ

কতিপয় কর্পোরেট করদাতার ক্ষেত্রে রিটার্ণে ঘোষিত আয় গ্রহণ করা সম্পর্কিত 82 ধারার সংশোধন

৯। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 82 ধারার (1) উপ-ধারার প্রথম proviso অনুসারে ৫০ শতাংশ বা এর বেশী মূলধন বিদেশী মালিকানাধীন এরূপ কোম্পানীর ঘোষিত আয় চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গ্রহণের বিধান ছিল। এই proviso সংশোধন করে ৩০ শতাংশ বা তার বেশী মূলধন বিদেশী মালিকানাধীন এরূপ কোম্পানীকেও এধারার আওতায় কর নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এ উপধারার 'Explanation' সংশোধনের মাধ্যমে বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী (branch company) কে এ ধারার আওতায় কর নির্ধারণের যোগ্য করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আয়কর রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত 75 ধারার সংশোধন

১০। (১) 75 ধারার উপ-ধারা (3) এর proviso অনুসারে করদাতার আবেদনক্রমে উপ কর কমিশনার আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ ৩ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপ কর কমিশনার আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ এ সময়ের অতিরিক্ত আরও ৩ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন এরূপ বিধান করে এ proviso টি সংশোধন করা হয়েছে;

(২) 75 ধারার উপ-ধারা (2) সংশোধনের মাধ্যমে-

(ক) কোম্পানী করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণের সাথে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

(খ) ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ণের সাথে তাদের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য দাখিলের বিধান করা হয়েছে। এ তথ্য সম্পর্কিত ছক নিম্নরূপঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৫(২)(ডি) ধারা অনুসারে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত
ব্যক্তি করদাতার জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের ছক।

[যেসব করদাতার একমাত্র আয়ের উৎস বেতন তাদের ক্ষেত্রে এ ছক প্রযোজ্য হবে না। অন্যান্য ব্যক্তি করদাতা এ ছকটি পূরণ করে সম্পূরক তথ্য হিসেবে আয়কর রিটার্ণের সাথে দাখিল করবেন]

[সঠিক ঘরে ☐ √ চিহ্ন দিন]*

নাম ঃ

টি.আই.এনঃ

কর বছর ঃ

১। আবাসন সংক্রান্ত তথ্যঃ

নিজ বাড়ীতে থাকেন ☐

ভাড়া বাড়ীতে থাকেন ☐ বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণঃ ---------- টাকা।

কোম্পানীর/সরকারী বাসায় থাকেন ☐

২। যানবাহন সংক্রান্ত তথ্যঃ

(ক) যানবাহনের ব্যয় নিজে বহন করেন ☐

কোম্পানী/নিয়োগকর্তা বহন করে ☐

(খ) যানবাহনের প্রকৃতিঃ জীপ ☐ ---------- সি.সি

কার ☐ ---------- সি.সি

(গ) স্ব-চালিত ☐ ড্রাইভার চালিত ☐

(ঘ) একাধিক যানবাহনের ক্ষেত্রে সংখ্যা ঃ

(ঙ) ড্রাইভারের মাসিক বেতনঃ ---------- টাকা।

(চ) বার্ষিক জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচঃ ---------- টাকা।

৩। সংশ্লিষ্ট আয় বছরের (ক) আবাসিক বিদ্যুৎ বিল ----------টাকা

(খ) আবাসিক টেলিফোন বিল ---------টাকা।

৪। প্রহরীর সংখ্যাঃ

৫। (ক) নির্ভরশীল সন্তানের সংখ্যা ঃ

(খ) সন্তান দেশে বেসরকারী স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেঃ

(প্রয়োজনে পৃথক পাতা সংযোজন করুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	সন্তানের সংখ্যা	বার্ষিক খরচ

(গ) সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করলেঃ

খরচ বহন করতে হয় এমন সন্তানের সংখ্যা	বাৎসরিক খরচ

৬। সংশ্লিষ্ট আয় বছরে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

(প্রয়োজনে পৃথক পাতা সংযোজন করুন)

নিজে ব্যয় বহন করেছেন		নিজে ব্যয় বহন করেননি		
ভ্রমণের সংখ্যা	দেশের নাম	ভ্রমণের সংখ্যা	দেশের নাম	কে ব্যয় বহন করেছে ?

প্রতিপাদন

আমি ---------- এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ ।

তারিখঃ করদাতার স্বাক্ষর

করদাতা নিজে এ ছক টাইপ কিংবা কম্পিউটার প্রিন্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। রিটার্ণে ঘোষিত মোট আয় নির্বিশেষে ব্যক্তি-করদাতা এ ছক পূরণ করে সম্পূরক তথ্য হিসেবে আয়কর রিটার্ণের সাথে দাখিল করবেন। তবে যে সকল ব্যক্তি করদাতার একমাত্র আয়ের উৎস বেতন বা যে সকল ব্যক্তি করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করবেন তাদেরকে এ ছক দাখিল করতে হবে না।

কর অবকাশ সংক্রান্ত 46A ধারা সংশোধন

১১। (১) উপ-ধারা (1) এর 'Explanation' সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের সম্প্রসারিত ইউনিটকে কর অবকাশের অযোগ্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র পৃথকভাবে স্থাপিত শিল্প কোম্পানীই কর অবকাশ সুবিধার যোগ্য হবে। সম্প্রসারিত ইউনিটের জন্য ১লা জুলাই, ২০০২ এর পরে দাখিলকৃত কর অবকাশের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে উক্ত তারিখের পূর্ব থেকে কর অবকাশ ভোগ করছে এরূপ সম্প্রসারিত ইউনিটের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা বহাল থাকবে।

(২) উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (c) সংশোধনের মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধার জন্য মুনাফা বিনিয়োগের সীমা ৩০% থেকে ৪০% এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য কার্যকর হবে। বিনিয়োগের সময়সীমা সংক্রান্ত বিধান অপরিবর্তিত আছে।

(৩) উপ-ধারা (2A) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে কর অবকাশযোগ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার ও অপর কোন শিল্প কোম্পানীর উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডাদের মধ্যে যদি কোন শেয়ারহোল্ডার common থাকে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে যদি উক্ত শিল্প কোম্পানীর কোন ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ আদান প্রদানসহ আর্থিক বা বানিজ্যিক লেনদেন থাকে তাহলে কর অবকাশযোগ্য ঐ প্রতিষ্ঠান কর অবকাশের অন্যান্য শর্ত পালন করলেও কর অবকাশ সুবিধা পাবে না। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে কর অবকাশ অনুমোদন করা হয়েছে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ এর পূর্ব থেকে কর অবকাশ ভোগ করছে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(৪) উপ-ধারা (3) সংশোধনের মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশের আবেদন মিমাংসার সময়সীমা ৩ মাস থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৫) উপ-ধারা (3) এর proviso সংশোধনের মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে কর অবকাশের আবেদন নাকচ করার পূর্বে আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় হ্রাসকৃত হারে করারোপন

১২। এস.আর.ও নং ১৭৭-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ এর মাধ্যমে ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত নতুন স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ বছর হ্রাসকৃত ২০% হারে করারোপনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ সুবিধার শর্তাবলী নিম্নরূপ-

(১) কেবলমাত্র বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী এ সুবিধার যোগ্য হবে;

(২) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ইউনিট এ সুবিধার যোগ্য হবে না;

(৩) কর অবকাশ ভোগকারী কোন প্রতিষ্ঠান এ সুবিধার যোগ্য হবে না;

(৪) ত্বরায়িত অবকাশ ভাতা ভোগকারী কোম্পানী এ সুবিধার যোগ্য হবে না;

(৫) অবচয় ভাতা 'reducing balance' পদ্ধতির পরিবর্তে 'straight line' পদ্ধতিতে পরিগননা করতে হবে;

এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণ অবচয় ভাতা ছাড়াও প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবে।

উল্লেখ্য এ সুবিধার জন্য আবেদন বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

অবচয়ভাতা সংক্রান্ত তৃতীয় তফশীলের পরিবর্তন

১৩। (১) এস.আর.ও নং ১৮০-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/৭/২০০২ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ 3 এ সাধারণ অবচয়ের তফশীল নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে-

সম্পদের প্রকৃতি	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
সাধারণ দালান	১২%	১০%
কারখানা দালান	২৪%	২০%
যন্ত্রপাতি	১৮%	২০%

উল্লেখ্য অন্যান্য সম্পদের উপর সাধারণ অবচয়ের হার অপরিবর্তিত আছে।

(২) অনুচ্ছেদ 5A সংযোজনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা (initial depreciation allowance) পুনঃ প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক অবচয়ের হার নিম্নরূপ-

সম্পদের প্রকৃতি	প্রারম্ভিক অবচয়ের হার
দালান (building)	১০%
যন্ত্রপাতি (machinery or plant)	২৫%

(৩) অনুচ্ছেদ 7 এর উপ-অনুচ্ছেদ (1) অনুসারে অবস্থানের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে বা প্রথম দুই বছরে ১০০% ত্বরায়িত অবচয় ভাতা (accelerated depreciation allowance) প্রদানের বিধান ছিল। এ উপ-অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রথম বছরেই ত্বরায়িত অবচয় ভাতার হার ১০০% করা হয়েছে;

(৪) অনুচ্ছেদ 7 এর উপ-অনুচ্ছেদ (1) এর 'Explanation' সংশোধনের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামোকে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভৌত অবকাঠামো যন্ত্রপাতির ন্যায় ত্বরায়িত অবচয় ভাতার যোগ্য হবে;

অবচয় ভাতা সংক্রান্ত উপরোক্ত পরিবর্তন ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

<u>উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত অধ্যাদেশের সপ্তম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট বিধির পরিবর্তন</u>

১৪। (১) ধারা 49 এ ক্লজ (ze) সংযোজনের মাধ্যমে কতিপয় সেবা প্রদানকে উৎসে কর কর্তনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(২) ধারা 52A সংশোধনের মাধ্যমে একে দু'টি উপ ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। উপ-ধারা (1) এ পেশাগত ফি (fees for professional services) প্রদানের বেলায় ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান বলবৎ রাখা হয়েছে। উপ-ধারা (2) এ 'প্রযুক্তিগত ফি' (fees for technical services) প্রদানের বেলায় ৫% এর পরিবর্তে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। এছাড়াও এ ধারায় 'Explanation' সংশোধনের মাধ্যমে 'royalty, technical know how fees, technical services fee' এবং 'technical ssistance fee' কে প্রযুক্তিগত ফি এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'royalty, technical know how fees, technical assistance fee' এবং 'technical services fee' প্রদানের বেলায় ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে এবং 82C ধারা অনুযায়ী উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে পেশাগত বা প্রযুক্তিগত ফি প্রদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

(৩) নতুন ধারা 52AA সংযোজনের মাধ্যমে C & F Agency, Private Security Service এবং Stevedoring Service কে উৎসে কর কর্তনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রদেয় বিল/কমিশনের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সরকার, সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কোন করপোরেশন অথবা বডি বা এর কোন ইউনিট, কোম্পানী, ব্যাংকিং কোম্পানী, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, সমবায় ব্যাংক, এন.জি.ও -কে এক্ষেত্রে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে। এসব কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে C & F Agency বা Stevedoring Service এর জন্য কমিশন প্রদানের বেলায় এবং Private Security Service কে বিল প্রদানের বেলায় ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে প্রদেয় বিল বা কমিশনের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৪) 52D ধারা সংশোধনের মাধ্যমে সঞ্চয় পত্রের সুদ/মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% থেকে ৫% করা হয়েছে। এই ধারার প্রথম proviso বিলোপের মাধ্যমে সঞ্চয় পত্রের সুদ/মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন থেকে ২৫,০০০ টাকার অব্যাহতি সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে সঞ্চয় পত্রের যে কোন অংকের সুদ/মুনাফা প্রদানের বেলায় ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। তবে ১০ই জুন, ১৯৯৯ বা এর পূর্বে খরিদকৃত সঞ্চয় পত্রের সুদ/মুনাফা প্রদানের বেলায় কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না। এ ধারায় একটি proviso সংযোজনের মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, অনুমোদিত 'super annuation fund, pension fund, gratuity fund, providend fund' এর সুদ/মুনাফা প্রদানকে উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ অনুমোদিত 'super annuation fund, pension fund, gratuity fund, providend fund' কর্তৃক খরিদকৃত সঞ্চয় পত্রের সুদ/মুনাফা প্রদানের বেলায় উৎসে কর কর্তন প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র, ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র, ৬ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্র, ৩ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয় পত্র ও জামানত সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৫) 52G ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ডাক্তারদের ফি প্রদানের বেলায় উৎসে কর কর্তনের হার ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে কার্যকর হবে।

(৬) 53H ধারা সংশোধনের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ৫ বছরের মধ্যে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ না করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ বিক্রিতব্য ঐ স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ৫ বছরের মধ্যে হস্তান্তরিত হলে উৎসে কর সংগ্রহ প্রয়োজন হবে না। এছাড়া এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা আয়কর বিধি 17I পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করা

হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে সম্পত্তি হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশনের বেলায় প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, এছাড়াও সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন কর ও অতিরিক্ত কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ষ্ট্যাম্প ডিউটি ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করা হয়েছে।

(৭) 54 ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতাকে ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা ৪০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ডিভিডেন্ডের পরিমান ২৫ হাজার টাকা অতিক্রম করলে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অংকের উপরই কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ 22 সংশোধন করে কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ডিভিডেন্ড আয়ের কর অব্যাহতি সীমাও ১ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকায় হ্রাস করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে প্রদত্ত ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৮) এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 17 পরিবর্তন করে ইন্ডেন্টিং কমিশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% এর পরিবর্তে ৩.৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ হার ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে প্রদেয় ইন্ডেন্টিং কমিশনের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা সংক্রান্ত 82C ধারার পরিবর্তন

১৫। (১) 82C ধারার উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (g) বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট proviso এর ক্লজ (3) এবং উপ-ধারা (4) এ পরিবর্তন এনে ব্যাংক আমানতের উপর উদ্ভুত সুদ আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকে চূড়ান্ত করদায় বহির্ভুত করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য ব্যাংক আমানতের উপর উদ্ভুত সুদ আয় সকল শ্রেনীর করদাতাদের জন্য সাধারণ পদ্ধতিতে করারোপনযোগ্য হবে।

(২) উপ-ধারা (2) এ নতুন ক্লজ (la) সংযোজনের মাধ্যমে ও উপ-ধারা (4) এ প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন এনে 52A(2) ধারা অনুযায়ী প্রযুক্তিগত সেবার ফি প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 52A(2) ধারায় কর্তিত করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে যেসব প্রযুক্তিগত ফি এস.আর.ও নং ২২৭-এল/৮২ তারিখ ৩০/৬/৮২ অনুযায়ী ৩০/৬/২০০২ পর্যন্ত কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল (এ অব্যাহতি এস.আর.ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০২ তাং ৩/৭/২০০২ দ্বারা ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে বাতিল করা হয়েছে) তাদের জন্য ২০০২-২০০৩ কর বৎসরের জন্য ঐ আয় কর অব্যাহতিযোগ্য থাকবে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনুমিত আয়করের হার পুনর্বিন্যাস

১৬। এস.আর.ও নং ১৭৬-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়করের হার নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর পর্যন্ত)		প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর)	
(১)	যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি-		দিবাকালীন যাত্রী পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি	
		পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
		৩০/-	৪০/-	১৫/-	২০/-
(২)	মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোষ্টার ইত্যাদির ক্ষেত্রে	গ্রস টনেজ প্রতি		গ্রস টনেজ প্রতি	
		পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
		৫০/-	৬৫/-	২৫/-	৩৫/-
(৩)	মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	গ্রস টনেজ প্রতি		গ্রস টনেজ প্রতি	
		পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
		৪০/-	৫০/-	২০/-	২৮/-

পরিবর্তিত এ হার ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে অভ্যন্তরীণ নৌ-যান রেজিষ্ট্রেশন বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে নৌ-যানের সার্টিফিকেট নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত হারে অনুমিত আয়কর প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের সার্টিফিকেট নবায়ন করবেন। উল্লেখ্য উক্ত এস.আর.ও অনুসারে অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের রেজিষ্ট্রেশনের সময় বিনিয়োগ জনিত আয়কর প্রদান করতে হবে না। অর্থাৎ কর নির্ধারণ পর্যায়ে এ বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গৃহীত হবে।

উপরোক্ত অনুমিত আয়করের ক্ষেত্রে মোট আয় কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে তা নিম্নোক্ত দুটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্টায়ন করা হলো-

উদাহরণ-১ঃ

ধরা যাক করদাতা একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এবং এ কোম্পানী এক বা একাধিক নৌ-যানের জন্য কোন আয় বছরে ১৮,০০০ টাকা অনুমিত আয়কর পরিশোধ করেছেন। এর বেলায় অনুমিত আয়করের ভিত্তিতে বিদ্যমান কর্পোরেট হারে নিরূপনযোগ্য অনুমিত আয় হবে নিম্নরূপ-

৩৫ টাকা আয়কর হলে মোট আয় হবে =	১০০ টাকা
১৮,০০০ টাকা আয়কর হলে মোট আয় হবে= (১০০ × ১৮,০০০) ÷ ৩৫ =	৫১,৪২৯ টাকা

উদাহরণ-২ঃ

ধরা যাক করদাতা কোন ফার্ম বা ব্যক্তি এবং তিনি এক বা একাধিক নৌ-যানের জন্য কোন আয় বছরে ১৬,০০০ টাকা অনুমিত আয়কর পরিশোধ করেছেন। তাঁর বেলায় অনুমিত আয়করের ভিত্তিতে বিদ্যমান ব্যক্তি শ্রেণীর হারে নিরূপনযোগ্য অনুমিত আয় হবে নিম্নরূপ -

প্রথম স্তরে করমুক্ত আয় ----------	৭৫,০০০ টাকা
দ্বিতীয় স্তরে ১৫,০০০ টাকা করের জন্য আয় (১০% হারে পরবর্তী ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত) ----------	১,৫০,০০০ টাকা
তৃতীয় স্তরে (১৬,০০০ - ১৫,০০০) = ১,০০০ টাকা করের জন্য আয় (পরবর্তী ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্তরে কর হার ১৫% এবং ঐ স্তরে উৎসে সংগৃহীত করের পরিমাণ ১,০০০) = (১,০০০ × ১০০) ÷ ১৫ ---------	৬,৬৬৭ টাকা
মোট আয় --	২,৩১,৬৬৭ টাকা

বিল্ডিং/এ্যাপর্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মানে বিনিয়োগ সম্পর্কিত 19B ধারার পরিবর্তন

১৭। 19B ধারা সংশোধন করে আয়কর আইনে বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট নির্মান বা এপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ভিত্তিক কর হারের নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

দালানের আয়তনের (plinth area) পূর্বতন স্তর	পূর্বতন হার	দালানের আয়তনের (plinth area) পরিবর্তিত স্তর	পরিবর্তিত হার
৭০ বর্গ মিটার পর্যন্ত বাড়ী নির্মান বা এপার্টমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গ মিটার ৭৫/- টাকা	২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত বাড়ী নির্মান বা এপার্টমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গ মিটার ১৫০/- টাকা
৭০ বর্গ মিটারের অধিক হতে ১৪০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ১২০/- টাকা		

১৪০ বর্গ মিটারের অধিক হতে ২৩০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ১৮০/- টাকা	২০০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ২৫০/- টাকা
২৩০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ২৫০/- টাকা		

২০০২-২০০৩ কর বছরের সংশ্লিষ্ট আয় বছরে নির্মান সমাপ্ত হয়েছে বা ক্রয় করা হয়েছে এরূপ বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট এর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হার কার্যকর হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেহ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম ও ইচ্ছুক হন তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

দলিল মূল্যের ৫% হারে কর প্রদান সাপেক্ষে পৌর এলাকায় অবস্থিত জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ সম্পর্কিত নতুন ধারা 19BB সংযোজন

১৮। দলিল মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ বিনা প্রশ্নে গ্রহনের বিধান করে নতুন ধারা 19BB সংযোজন করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরের সংশ্লিষ্ট আয় বছরে ক্রয় করা হয়েছে এরূপ জমি ক্রয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। সংশ্লিষ্ট কর বছরে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে এরূপ কর প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেহ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম ও ইচ্ছুক হন তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাস সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ১৭৮-আইন/৯৯ তাং ১/৭/৯৯ বাতিল

১৯। এস.আর.ও নং ১৭৮-আইন/৯৯ তাং ১/৭/৯৯ অনুযায়ী ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ফিটনেস নবায়নকালে উক্ত যানবাহনের সি.সি এর ভিত্তিতে নির্দিষ্টহারে অগ্রিম আয়কর প্রদানের বিধান ছিল। এস.আর.ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ মাধ্যমে উক্ত এস.আর.ও রহিত করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটর কার, জীপ বা মাইক্রোবাসের ফিটনেস নবায়নকালে আয়কর প্রদান প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য এসব যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশনকালে এর মালিকের টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান বহাল আছে।

সড়কপথে ভাড়ায় ব্যবহৃত যানবাহনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত আয়কর প্রদানের বিধান বিলোপঃ

২০। এস.আর.ও নং ১৭৪-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২এর মাধ্যমে সড়কপথে চলাচলকারী ভাড়ায় ব্যবহৃত যানবাহনের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়কর প্রদানের বিধানে

আংশিক সংশোধন করে অনুমিত আয়করের ২০০% বিনিয়োগজনিত কর পরিশোধ করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে উক্ত এস.আর.ও তে উল্লিখিত ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এরূপ বাস, ট্রাক, ট্যাঙ্ক লরী ইত্যাদি সড়ক পথে চলাচলকারী যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশনকালে অনুমিত আয়করের ২০০% বিনিয়োগজনিত কর প্রদান করতে হবে না। অর্থাৎ কর নির্ধারণ পর্যায়ে সড়কপথে ভাড়ায় ব্যবহৃত যানবাহনে বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গৃহীত হবে। তবে ফিটনেস নবায়নকালে অনুমিত আয়কর প্রদানের বিধান অপরিবর্তিত থাকবে। বি.আর.টি.এ নির্ধারিত হারে অনুমিত আয়কর প্রদান সাপেক্ষে ভাড়ায় ব্যবহৃত এসব যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন করবে।

আয়কর মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা সংক্রান্ত 94 ধারা সংশোধন

২১। 94 ধারায় আয় বছর শেষ হওয়ার ২ বছরের মধ্যে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করার বিধান আছে। এ ধারা সংশোধন করে আয় বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ বছর বা করদাতা কর্তৃক আয়কর রিটার্ণ দাখিলের মাসের পরবর্তী ৯ মাস এ দুই সময়সীমার মধ্যে যেটি কম সেই সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ সময়সীমা ২০০২-২০০৩ কর বছরের আয়কর মামলার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তি সংক্রান্ত 156 ধারার পরিবর্তন

২২। (১) 156 ধারার (5) উপ-ধারা সংশোধনের মাধ্যমে আদেশ প্রণয়নের ৩০ দিনের পরিবর্তে ১০ দিনের মধ্যে করদাতা এবং কর বিভাগের নিকট আপীল আদেশ পৌঁছানোর বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ এর পরে প্রদত্ত আপীল আদেশের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(২) উপ-ধারা (6) সংশোধনের মাধ্যমে আপীল মামলা দাখিলের ১ বছরের পরিবর্তে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল আদেশ প্রণয়নের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে দাখিলকৃত আপীলের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

কর কমিশনারের রিভিউ সম্পর্কিত 121 ধারার পরিবর্তন

২৩। (১) 121 ধারার উপ-ধারা (1) সংশোধন করে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা (3) এর ক্লজ (c) বিলুপ্তির মাধ্যমে কর কমিশনারের স্ব উদ্যোগে রিভিউ করার ক্ষমতা বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে কর কমিশনার স্ব উদ্যোগে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রিভিউ করতে পারবেন না। তবে করদাতার আবেদনক্রমে মামলা রিভিউ করার ক্ষমতা অপরিবর্তিত আছে।

(২) উপ-ধারা (4) এর 'Explanation' সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, করদাতা কর্তৃক 74 ধারা অনুসারে আয়কর রিটার্ণে ঘোষিত আয়ের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করলেই তার রিভিউ আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে করদাতা 74 ধারা অনুসারে দেয় কর পরিশোধ করে রিভিউ আবেদন করতে পারবেন।

(৩) উপ-ধারা (6) সংশোধনের মাধ্যমে কর কমিশনার কর্তৃক রিভিউ মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ১ বছরের পরিবর্তে ৩০ দিন করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে দাখিলকৃত রিভিউ মামলা কর কমিশনারকে রিভিউ আবেদন দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপীল মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত 158 ও 159 ধারার পরিবর্তন

২৪। (১) 158 ধারার (2) উপ-ধারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, করদাতা কর্তৃক 74 ধারা অনুসারে আয়কর রিটার্ণে ঘোষিত আয়ের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবেন। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে করদাতা 74 ধারা অনুসারে দেয় কর পরিশোধ সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

(২) 158 ধারার উপ-ধারা (3) বিলুপ্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা (4) ও (5) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে উপ কর কমিশনার কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের বিধান বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার বা কর কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আপীল আদেশের বিরূদ্ধে উপ কর কমিশনার ট্রাইব্যুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারবেন না। সে সাথে 159 ধারায় নতুন প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে কর বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলা ১লা জুলাই, ২০০২ তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ কর বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত যেসব ট্রাইব্যুনাল মামলা ৩০ শে জুন, ২০০২ এর মধ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়নি সেসব ট্রাইব্যুনাল মামলা ১লা জুলাই, ২০০২ এ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

(৩) 159 ধারার (4) উপ-ধারা সংশোধনের মাধ্যমে আদেশ প্রণয়নের ১২০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিনের মধ্যে কর কমিশনার ও করদাতার নিকট আদেশ পৌঁছানোর বিধান করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ সময়সীমা ১লা জুলাই, ২০০২ এর পরে প্রদত্ত ট্রাইব্যুনাল আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৪) 159 ধারার (6) উপ-ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে আপীল দাখিলের ২ বছরের পরিবর্তে ৬ মাসের মধ্যে আদেশ প্রণয়নের বিধান করা হয়েছে।

পরিবর্তিত এ সময়সীমা ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে দাখিলকৃত ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সে সাথে এই উপ-ধারাতে নতুন proviso সংযোজনের মাধ্যমে ০১/০৭/২০০২ ইং তারিখের পূর্বে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত অনিষ্পন্ন ট্রাইব্যুনাল মামলা ৩০/৬/২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিধান করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের কাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত 11 ও 12 ধারার পরিবর্তন

২৫। (১) 11 ধারার উপ-ধারা (2) বিলুপ্তি ও এ ধারার সংশ্লিষ্ট (1) উপ-ধারা এবং 12 ধারার (2) উপ-ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বিচার সদস্য (judicial member) এবং হিসাব সদস্য (accountant member) এর পরিবর্তে কেবলমাত্র সদস্য (member) দের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হয়েছে।

(২) 11 ধারার উপ-ধারা (3) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কর কমিশনার, ন্যূনতম ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ন্যূনতম ২০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আয়কর আইনজীবী, ন্যূনতম ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অর্থ আইন প্রনয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর কমিশনার কিংবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সদস্যকে ট্রাইব্যুনালে সদস্য হওয়ার যোগ্য করা হয়েছে।

কর মিমাংসা কমিশন বিলোপ

২৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর CHAPTER XVIIIA বিলুপ্তির মাধ্যমে কর মিমাংসা কমিশন বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে কর মিমাংসা কমিশনের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম থাকবে না। কর মিমাংসা কমিশন বিলোপের তারিখে কমিশনে কোন মামলা অনিষ্পন্ন থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের বিধান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তামাদির হিসাব পরিগননার জন্য স্থানান্তরের তারিখে মামলাটি কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। সে সাথে 94(3) ধারায় প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক সংশোধনী আনা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়ের করার ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত 160 ধারা সংশোধন

২৭। 160 ধারা সংশোধন করে ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা দায়ের করার জন্য করদাতার প্রদেয় ফি ১০০/- টাকার পরিবর্তে ২০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে দাখিলকৃত রেফারেন্স মামলার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

রিফান্ড সংক্রান্ত 150 ও 135 ধারার সংশোধন

২৮। (১) 150 ধারার (2) উপ-ধারা অনুসারে দাবীনামা জারীর ২ বছরের মধ্যে রিফান্ডের আবেদন না করলে ঐ রিফান্ড তামাদি হয়ে যেত। এ উপ-ধারাটি বিলুপ্তির মাধ্যমে রিফান্ড আবেদনের সময়সীমা বিলোপ করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে রিফান্ড আবেদনের জন্য কোন সময়সীমার শর্ত থাকবে না।

(২) 135 ধারার (1B) উপ-ধারা সংযোজনের মাধ্যমে দাবীর সাথে রিফান্ড সমন্বয়ের পূর্বে করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং ৩০ দিনের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক রিফান্ড প্রদানের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে করদাতার কোন কর বছরের সৃষ্ট রিফান্ড তার অন্য বছরের দাবীর সাথে সমন্বয়ের পূর্বে তাকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে এবং রিফান্ড সমন্বয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর বছরের মামলা নিষ্পত্তির ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) 135 ধারার (1C) উপ-ধারা সংযোজনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে রিফান্ড প্রদানে ব্যর্থতাকে সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের অসদাচারণ হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।

কর নির্ধারণ সংক্রান্ত কতিপয় পরিবর্তন

২৯। (১) 94A ধারা সংযোজনের মাধ্যমে করদাতার আয়কর রিটার্ণে ঘোষিত আয় অপেক্ষা ৩০% বেশী আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ এর পরে নিষ্পত্তিযোগ্য এ ধরণের যে কোন কর বছরের মামলার ক্ষেত্রে এ অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তবে আপীলে সেট এ্যাসাইডকৃত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। উপ কর কমিশনার খসড়া কর নির্ধারণী আদেশ সহ সংশ্লিষ্ট আয়কর নথি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে সরাসরি প্রেরণ করবেন। তিনি খসড়া কর নির্ধারণ আদেশের একটি কপি কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরিতব্য মামলা সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার উপ কর কমিশনার সংরক্ষন করবেন যা তাঁর উর্ধ্বতন কর কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষন করবেন। সেসাথে উপ কর কমিশনার কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর কমিশনার বা পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার কর্তৃক কর মামলা অনুমোদনের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে উপ কর কমিশনার কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বোর্ড ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষেব অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। তবে রিফান্ড জনিত মামলার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।

(২) 79 ধারা সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত ধারার নোটিশে খাতাপত্র, বিবরণী ও দলিলাদির চাহিদা (requisition) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিধান করা

হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরের মামলার জন্য 79 ধারার নোটিশে কোন কোন খাতাপত্র, বিবরণী, দলিল বা তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপ কর কমিশনারকে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) 30A ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক ও লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শিত খরচ/দাবীকে বিনা যুক্তিতে বা প্রমান ব্যতিরেকে অগ্রাহ্য না করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ বানিজ্যিক ও লাভ-ক্ষতি হিসাবের কোন খাত থেকে কোন অংক অগ্রাহ্য কিংবা আয়ের সাথে সংযোজন করতে হলে তার কারণ উপ কর কমিশনারকে কর নির্ধারণ আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৪) 84 ধারা সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, উপ কর কমিশনার কর নির্ধারণকালে তার 'best judgement' ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে প্রতীয়মান হলে তা সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ 'best judgement' মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনারকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

আপীল আদেশ কার্যকর করা সংক্রান্ত 94 ধারা সংশোধন

৩০। 94 ধারার (3) উপ-ধারা সংশোধনের মাধ্যমে উপ কর কমিশনার কর্তৃক আপীল মামলা কার্যকর করার সময়সীমা ৬০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ সময়সীমা ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরে প্রাপ্ত আপীল আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সে সাথে এ ধারায় উপ-ধারা (4) সংযোজনের মাধ্যমে যথাসময়ে আপীল আদেশ কার্যকর না করাকে উপ কর কমিশনারের 'অসদাচরণ' গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।

Branch company এর মুনাফা প্রত্যাবসনকে ডিভিডেন্ড হিসেবে গণ্য করা সংক্রান্ত

৩১। ধারা 2 এর ক্লজ (26) এ সাব-ক্লজ (dd) সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানী (branch company) এর মুনাফা প্রত্যাবাসনকে ডিভিডেন্ড আয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ ধরণের কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাবসন জনিত ডিভিডেন্ডের উপর আরোপযোগ্য করের হার হবে ১৫%। ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পরের মুনাফা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ব্যাংকসমূহের উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর আরোপ

৩২। নতুন ধারা 16C সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ব্যাংকসমূহ তাদের মূলধন ও রিজার্ভের যোগফলের ৫০% এর অতিরিক্ত মুনাফা করলে ঐ অতিরিক্ত অংকের উপর ১৫% হারে 'অতিরিক্ত মুনাফা কর' আরোপিত হবে। এ

বিধানে মূলধন বলতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ বর্ণিত মূলধন বুঝাবে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মন্দ ও কু-ঋণের provision কে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে গ্রাহ্যকরনের মেয়াদ বৃদ্ধি

৩৩। ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiiaa) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সুদ সহ বকেয়া ঋণের ৩% পর্যন্ত মন্দ ও কুঋণের provision ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়। এ সুবিধার মেয়াদ ২০০৪-২০০৫ কর বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মুনাফা/ইনসেনটিভ বোনাস ব্যাংকের জন্য বাদযোগ্য খরচ হিসেবে গ্রাহ্যকরণ সম্পর্কিত ধারা 29 এর (1) উপ ধারার ক্লজ (xiv) এর সংশোধন

৩৪। ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xiv) এর proviso অনুসারে কোন ব্যাংকের মন্দ ও কু ঋণের প্রভিশন খরচ হিসেবে গ্রাহ্য হলে কর্মচারীদের উৎসব বোনাস ব্যতীত অন্য কোন বোনাস ব্যাংকের খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হয় না। এ provisoটি বিলুপ্তির মাধ্যমে ব্যাংকের মন্দ ও কু ঋণের প্রভিশন খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করা নির্বিশেষে তা ব্যাংকের বাদযোগ্য খরচ হিসেবে গ্রহনের বিধান করা হয়েছে। এর ফলে ২০০২-২০০৩ কর বছরে ব্যাংকের মন্দ ও কু-ঋণের প্রভিশন খরচ হিসেবে গ্রাহ্য করা নির্বিশেষে ঐ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদত্ত মুনাফা বোনাস বা ইনসেনটিভ বোনাস ব্যাংকের বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে।

ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার ঋণ ও সুদ মওকুফকে আয় হিসেবে গণ্য না করা সংক্রান্ত 19 ধারার (11) উপ-ধারার সংশোধন

৩৫। 19 ধারার (11) উপ-ধারা অনুসারে ঋণ গ্রহীতার দায় ঋণ প্রদানকারী আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিলে মওকুফের বছরে তা ঋণ গ্রহীতার আয় হিসেবে গণ্য হয়। এ উপ ধারাতে proviso সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ তফশীলী ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা ঋণের সুদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করলে মওকুফকৃত অংক ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য না করার বিধান করা হয়েছে। এ বিধানটি ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

গৃহ সম্পত্তির আয় সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট 24 ধারা সংশোধন

৩৬। 24 ধারা সংশোধন করে বানিজ্যিক বা আবাসিক যে উদ্দেশ্যেই গৃহ সম্পত্তি ব্যবহার করা হোক না কেন বাড়ীভাড়া থেকে উদ্ভুত আয়কে "গৃহ সম্পত্তির আয়" হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। এ বিধানের ফলে গৃহ সম্পত্তির আয় সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত হবে।

গৃহ সম্পত্তি আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে নির্মানকালীন সময়ের জন্য দেয় গৃহ নির্মান ঋণের সুদকে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা সংক্রান্ত ২৫ ধারার সংশোধন

৩৭। গৃহ সম্পত্তি নির্মানের জন্য ঋণ নেয়া হলে নির্মানকালীন সময়ের জন্য দেয় সুদ অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। 25 ধারার (1) উপ-ধারার ক্লজ (gg) সংযোজনের মাধ্যমে গৃহ সম্পত্তির নির্মানকালীন সময়কালের জন্য দেয় সুদ গৃহ সম্পত্তি আয় নিরূপনের প্রথম ৩ কর বছরে সমান কিস্তিতে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছর থেকে নির্মানকালীন সময়ের সুদ উক্ত গৃহ সম্পত্তির আয়ের প্রথম ৩ কর বছরে সমান কিস্তিতে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে।

Provident Fund এর অনুমোদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আয়কর বিধি 43 এবং অনুমোদনের সময়সীমা পরিবর্তন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের প্রথম তফশীল পার্ট বি এর সংশোধন

৩৮। (১) এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২ তাং ৩/৭/২০০২ দ্বারা আয়কর বিধি 43 সংশোধন করে উপ কর কমিশনারের পরিবর্তে কর কমিশনারের নিকট provident fund এর আবেদন দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে provident fund এর আবেদন উপ কর কমিশনারের পরিবর্তে কর কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হবে।

(২) প্রথম তফশীল, পার্ট বি এর সংশোধন করে কর কমিশনার কর্তৃক provident fund এর আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা ৬ মাস থেকে ৩০ দিনে হ্রাস করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ বা এর পর প্রাপ্ত আবেদনের ক্ষেত্রে, কর কমিশনার provident fund এর আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান সংক্রান্ত পরিবর্তন

৩৯। (১) 184A ধারায় ক্লজ (h) সংযোজনের মাধ্যমে বানিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে বানিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিল প্রয়োজন হবে।

(২) 184A ধারায় ক্লজ (f) প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১ লক্ষ টাকার কম মূল্যের জমি, দালান বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট দাখিল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে কেবলমাত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১ লক্ষ টাকার

উর্ধ্বের দলিল মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত বা ১ লক্ষ টাকা বা এর কম মূল্যের সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে না।

(৩) 184A ধারায় ক্লজ (ff) সংযোজনের মাধ্যমে অনিবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট দাখিল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে না।

(৪) আয়কর বিধি 64B সংশোধনের মাধ্যমে টি.আই.এন আবেদন দাখিলের একটি কর্মদিবসের মধ্যে করদাতাকে টি.আই.এন প্রদানের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে আবেদন দাখিলের পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে টি.আই.এন প্রদান করা হবে।

সরলসুদের হিসাব পরিগণনার তারিখ সম্পর্কিত 73 ধারার সংশোধন

৪০। 73 ধারার সংশোধন করে সরল সুদ পরিগণনার তারিখ ১লা এপ্রিলের পরিবর্তে ১লা জুলাই করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছর থেকে সরল সুদের হিসাব ১লা এপ্রিলের পরিবর্তে ১লা জুলাই থেকে পরিগণনা করতে হবে।

১৯৮৫-৮৬ কর বছর ও তৎপূর্ববর্তী অনাদায়ী বকেয়া কর অবলোপন (write off)

৪১। অর্থ আইন, ২০০২ এর ৭২ ধারার মাধ্যমে ১৯৮৫-৮৬ কর বছর ও তৎপূর্ববর্তী কর বছরের অনাদায়ী বকেয়া আয়কর দাবী অবলোপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ কর বছর ও তৎপূর্ববর্তী অনাদায়ী বকেয়া আয়কর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ০১/০৭/২০০২ তারিখে অবলোপন হবে। তবে সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলা সমূহের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। বোর্ডের কর প্রশাসন শাখা অবলোপনকৃত কর দাবীর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

কোম্পানীর মূলধনী মুনাফার কর হার সম্পর্কিত দ্বিতীয় তফশীল সংশোধন

৪২। দ্বিতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী কোম্পানীর মূলধনী সম্পত্তি ৫ বছরের মধ্যে হস্তান্তরিত হলে মূলধনী মুনাফার উপর কর্পোরেট হারে এবং ৫ বছর পরে হস্তান্তরিত হলে ২৫% হারে আয়কর দিতে হয়। অনুচ্ছেদ ২ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কোম্পানীর মূলধনী মুনাফার উপর আয়করের হার retention period নির্বিশেষে ১৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ 30 সংশোধন

৪৩। ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ 30 অনুযায়ী কোন কোম্পানীর মিউচ্যুয়াল ফান্ড থেকে অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া আছে। সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কোন কোম্পানী নয় বরং একটি ট্রাষ্ট। বিধানটি যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ 30 সংশোধন করে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইস্যুকারী আইনগত প্রতিষ্ঠানকে আয়কর অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। এ বিধানের ফলে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত হবে।

দাতব্য হাসপাতাল ও মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানের বেলায় প্রযোজ্য কর রেয়াতের সূচনা সময়কাল পরিবর্তন সংক্রান্ত ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট বি এর অনুচ্ছেদ 11A ও 11B এর সংশোধন

৪৪। (১) ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট বি এর অনুচ্ছেদ 11A অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য হাসপাতালে প্রদত্ত দানকে আয়কর রেয়াত দেয়া হয়। তবে ন্যূনতম ৩ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ হাসপাতালে প্রদত্ত দানের ক্ষেত্রে এ কর রেয়াত প্রযোজ্য হয়। এ অনুচ্ছেদটি সংশোধনের মাধ্যমে ন্যূনতম ৩ বছরের পরিবর্তে ১ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে প্রদত্ত দানকে কর রেয়াতযোগ্য করা হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(২) ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট বি এর অনুচ্ছেদ 11B অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের কল্যানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানকে আয়কর রেয়াত দেয়া হয়। তবে ন্যূনতম ৩ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানের ক্ষেত্রে এ কর রেয়াত প্রযোজ্য হয়। এ অনুচ্ছেদটি সংশোধনের মাধ্যমে ন্যূনতম ৩ বছরের পরিবর্তে ১ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানকে কর রেয়াতযোগ্য করা হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কর্মচারীদের করমুক্ত বাড়ীভাড়ার অংক বৃদ্ধি করে আয়কর বিধি 33A সংশোধন

৪৫। আয়কর বিধি 33A অনুযায়ী কোন কর্মচারীর ১০ হাজার টাকা বা মূল বেতনের ৫০% এর মধ্যে যেটি কম সেই অংক পর্যন্ত প্রাপ্ত বাড়ীভাড়া ভাতা উক্ত কর্মচারীর মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২ তাং ৩/৭/২০০২ দ্বারা আয়কর বিধি 33A সংশোধন করে কর্মচারীদের বাড়ীভাড়া ভাতার অব্যাহতি অংক মাসিক ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ৫০% এর সীমা অপরিবর্তিত আছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

যানবাহনের ব্যয় নিয়োগকারী বহন করার ক্ষেত্রে কর্মচারীর হাতে নিরূপনযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য করা সংক্রান্ত আয়কর বিধি 33D এর সংশোধন

৪৬। আয়কর বিধি 33D অনুযায়ী কর্মচারীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়োগকারী কোন যানবাহন দিলে সেক্ষেত্রে কর্মচারীর মূল বেতনের ৫% আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২ তাং ৩/৭/২০০২ দ্বারা এ বিধি সংশোধন করে ধারণাগত আয়ের অংককে ৫% এর পরিবর্তে ৭.৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কতিপয় কর অব্যাহতি প্রত্যাহার

৪৭। (১) এস.আর.ও নং ২২৭-এল/৮২ তাং ৩০/৬/৮২ ইং অনুযায়ী বিদেশী সহযোগী ফার্ম, কোম্পানী ও বিশেষজ্ঞদেরকে প্রদেয় রয়্যালটি বা technical know-how fees করমুক্ত ছিল। এস.আর.ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা উক্ত এস.আর.ও টি বাতিল করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে বিদেশী সহযোগী ফার্ম, কোম্পানী ও বিশেষজ্ঞদেরকে প্রদেয় রয়্যালটি বা technical know-how fees করযোগ্য হবে। উল্লেখ্য 52A ধারা অনুযায়ী এরূপ ফি প্রদানের ক্ষেত্রে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হবে।

(২) এস.আর.ও নং ১৭৮-আইন/৮৯ তাং ৪/৬/৮৯ ও এস.আর.ও নং ২০১-আইন/৯৭ তাং ১/৯/৯৭ ইং অনুযায়ী বিভিন্ন সঞ্চয় পত্রের আয় করমুক্ত ছিল। সঞ্চয়পত্রের আয় করারোপনের আওতায় আনার প্রেক্ষিতে এস.আর.ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা উক্ত এস.আর.ও দু'টি বাতিল করা হয়েছে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ 32 বিলোপ করা হয়েছে।

(৩) ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ 9 অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশী শিক্ষকদের বেতন আয় বাংলাদেশে আগমনের তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। অর্থ আইন, ২০০২ দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদটি বিলোপ করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছর থেকে বিদেশী শিক্ষকদের বাংলাদেশে অর্জিত আয় আইন অনুযায়ী করযোগ্য হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের সাথে দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিধানাবলী প্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(৪) লিজিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ৪০৩-এল/৮৫ তারিখ ১০/৯/১৯৮৫ এর মাধ্যমে বিদেশী ঋণের সুদ এবং এস.আর.ও নং ৪০৪-এল/৮৫ তারিখ ১০/৯/১৯৮৫ এর মাধ্যমে বিদেশী শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এস.আর.ও নং ১৭৩-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা উক্ত এস.আর.ও দু'টি বাতিল করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে লিজিং কোম্পানীর বিদেশী ঋণদাতাদের সুদ আয় এবং

শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ আয় আইন অনুযায়ী করযোগ্য হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের সাথে দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের নাগরিক কিংবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিধানাবলী প্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(৫) ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ 1 অনুযায়ী ট্রাষ্ট বা কোন আইনী সত্ত্বার গৃহ সম্পত্তি ও micro credit কার্যক্রম থেকে উদ্ভুত আয় কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এ বিধানে আইনী সত্ত্বা হিসেবে এন.জি.ও সমূহ এ দু'টি আয় কর অব্যাহতি ভোগ করতো। অনুচ্ছেদ 1 এর উপ-অনুচ্ছেদ (1) সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাষ্ট ও আইনী সত্ত্বা কেবলমাত্র গৃহ সম্পত্তি আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে এ উপ অনুচ্ছেদে 'Explanation' সংযোজনের মাধ্যমে এন.জি.ও সমূহকে এ অনুচ্ছেদের আওতা বহির্ভূত করে এবং নতুন অনুচ্ছেদ (1A) সংযোজনের মাধ্যমে এন.জি.ও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত এন.জি.ও সমূহের micro credit কার্যক্রম থেকে উদ্ভুত আয় করমুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য এন.জি.ও সমূহের micro credit কার্যক্রম থেকে উদ্ভুত আয় ব্যতীত গৃহ সম্পত্তি আয়সহ অন্যান্য সকল উৎসের আয় করযোগ্য করা হয়েছে।

(৬) ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ 22 সংশোধন করে কোম্পানী ব্যতীত অন্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানী হতে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড আয়ের করমুক্ত সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড ২৫ হাজার টাকা অতিক্রম করলে সম্পূর্ণ ডিভিডেন্ড আয় করযোগ্য হবে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(৭) এস.আর.ও নং ৪৫৪-এল/৮০ তারিখ ৩১/১২/৮০ এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় করমুক্ত ছিল। এস.আর.ও নং ১৭৮-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ এর বিধান অনুযায়ী বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় করযোগ্য হবে। তবে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় করমুক্ত থাকবে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কতিপয় আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান

৪৮। (১) বর্তমান আইনে বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির বিদেশে অর্জিত আয় সরকারী মাধ্যমে এনে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা সরকারী মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান ক্রয়, স্টক, শেয়ার, সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করলে বিদেশে অর্জিত ঐ আয় করমুক্ত। অর্থ আইন, ২০০২ এর ৭৩(২) ধারার মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবাসী করদাতার বাংলাদেশের বাইরে উদ্ভুত আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশে আনা হলে বিনিয়োগের কোন শর্ত ব্যতীত এ আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। একই সাথে অর্থ আইন, ২০০২ এর ৭৩(৩) ধারার মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বিদেশে অর্জিত আয়

ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশে আনা হলে ঐ আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ বিধান ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(২) এস.আর.ও নং ১৭৫-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ এর মাধ্যমে ১/৭/২০০২ থেকে ৩০/৬/২০০৫ পর্যন্ত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প থেকে উদ্ভুত আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কোম্পানী সহ সকল শ্রেনীর করদাতা এ অব্যাহতির সুযোগ পাবে। এজন্য কোন আবেদন বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(৩) এস.আর.ও নং ১৭২-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২এর মাধ্যমে ১/৭/২০০২ থেকে ৩০/৬/২০০৫ পর্যন্ত কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবসা থেকে উদ্ভুত আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কোম্পানী সহ সকল শ্রেনীর করদাতা এ অব্যাহতির সুযোগ পাবে। এজন্য কোন আবেদন বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(৪) ধারা 2 এর ক্লজ (26) এ সাব-ক্লজ (iiia) সংযোজন করে এবং সংশ্লিষ্ট ক্লজ (34) এ প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে গ্রহীতার হাতে বোনাস শেয়ারকে করমুক্ত করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য বোনাস শেয়ার গ্রহীতার হাতে করযোগ্য হবে না।

ব্যবসা, শিল্প ও বানিজ্যিক উদ্যোগে বিনিয়োগের বেলায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা 19AAA সংযোজন

৪৯। নতুন ধারা 19AAA সংযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক ১লা জুলাই, ২০০২ ইং হতে ৩০ শে জুন, ২০০৫ ইং সময়বৃত্তে কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত যেকোন ব্যবসা, শিল্প ও বানিজ্যিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করলে এ বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার বিধান করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের করারোপন সংক্রান্ত পরিবর্তন

৫০। (১) ইতোপূর্বে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের উপর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য হতো। ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের উপর কর সরকার কর্তৃক পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে যা সরকার কর্তৃক সরকারী কোষাগারে কর্মচারীদের কর পরিশোধ হিসেবে জমা হবে। উল্লেখ্য, অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের বেলায়ও tax on tax হবে না। সরকারী কর্মচারীদের কর নির্ধারণ এবং তাদের কর সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

(২) 184AA ধারার আওতায় প্রনীত এস.আর.ও নং ১৮১-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ দ্বারা বেতনসূত্রে করযোগ্য সকল কর্মচারীদের বেতন বিলে টি.আই.এন উল্লেখ করার বিধান করা হয়েছে।

স্পট এ্যাসেসমেন্টের কর হার পরিবর্তন

৫১। এস.আর.ও নং ১৭৯-আয়কর/২০০২, তারিখ ০৩/০৭/২০০২এর মাধ্যমে 'Spot assessment' সংক্রান্ত আয়কর বিধি 38B সংশোধন করে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধনের ব্যবসার জন্য 'Spot assessment' পদ্ধতিতে প্রদেয় কর ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ১,২০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধনের ব্যবসার জন্য 'Spot assessment' পদ্ধতিতে প্রদেয় করের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত আছে। সিটি করপোরেশনের বাইরে চিকিৎসা বা আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ৫ থেকে ১০ বছর পেশার অভিজ্ঞতা থাকলে তাদের 'Spot assessment' পদ্ধতিতে প্রদেয় কর ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ১,২০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ হার ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ভ্রমণ করের হার পরিবর্তন

৫২। অর্থ আইন, ১৯৮০ এর 12 ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের বিদেশ ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিত হারে ভ্রমণ কর পরিশোধ করতে হতোঃ

১।	স্থল পথে	ঃ	যাত্রী পিছু ২৫০ টাকা।
২।	নৌ-পথে	ঃ	যাত্রী পিছু ৬০০ টাকা।
৩।	আকাশ পথে	ঃ	(ক) উত্তর/দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ১,৮০০ টাকা;
			(খ) সার্কভূক্ত দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ৬০০ টাকা; (গ) অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ১,৩০০ টাকা।

অর্থ আইন, ২০০২ এর ২৪ ধারার মাধ্যমে ভ্রমণ করের হার নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

১।	স্থল পথে	ঃ	যাত্রী পিছু ৫০০ টাকা।
২।	নৌ-পথে	ঃ	যাত্রী পিছু ৬০০ টাকা।
৩।	আকাশ পথে	ঃ	(ক) উত্তর/দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ২,৫০০ টাকা;
			(খ) সার্কভূক্ত দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ৮০০ টাকা; (গ) অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রীপিছু ১,৮০০ টাকা।

পরিবর্তিত এ হার ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে কার্যকর হবে।

আমিনুর রহমান
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০২/২০০২ তারিখঃ ০৬/০১/২০০৩ ইং

পরিপত্র নং-২

বিষয়ঃ প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রাপ্য বিলের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রসংগে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52AA ধারায় প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসসমূহের প্রাপ্য বিলের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান আছে। প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস এর বিল প্রদানকালে উৎসে কর্তিত কর তাদের অগ্রিম আয়কর পরিশোধ হিসেবে গণ্য হয়। তাদের কর নির্ধারণকালে মোট আয় নির্নয়ের পর ধার্য্যকৃত করের সাথে এরূপ কর্তিত কর সমন্বয় করে প্রদেয় কর ধার্য্যের বেলায় প্রায়শঃ রিফান্ড উদ্ভব হয়ে থাকে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সিকিউরিটি সার্ভিসের বিলের মোট অংকের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তন না করে, withholding base যুক্তিসংগত অংকে হ্রাসপূর্বক তার উপর আইনে নির্ধারিত ৫% হারে কর কর্তন করলে তা বাস্তব সম্মত ও যুক্তিযুক্ত হবে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করছে যে, কেবলমাত্র উৎসে কর কর্তনের জন্য প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসকে দেয় গ্রস বিলের ১৫% ধারণাগত মুনাফা গণ্য করে তার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52AA ধারা অনুসারে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

তাহমিদ হাসনাত খান
দ্বিতীয় সচিব (আয়কর আইন ও বিধি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০১/২০০২ তারিখঃ ১৬/০৬/২০০৩ ইং

পরিপত্র নং-৩

বিষয়ঃ আয়কর নথি সংক্রান্ত সার্টিফাইড কপি, টি.আই.এন প্রাপ্তির আবেদন এবং আয়কর মামলার শুনানীর সময় বৃদ্ধির আবেদনের সাথে কোর্ট ফি প্রদান সম্পর্কিত।

আয়কর নথি সংক্রান্ত সার্টিফাইড কপি, টি.আই.এন প্রাপ্তির আবেদন এবং আয়কর মামলার শুনানীর সময় বৃদ্ধির আবেদন ইত্যাদিও জন্য কোর্ট ফি'র প্রয়োজন হবে কিনা ? হলে কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নিয়ে কোন কোন মহলে বিভ্রান্তি আছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ স্পষ্টায়ন করছে যে-

(ক) আয়কর রিটার্ণ, সম্পদ ও দায় বিবরণী, দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী, কর নির্ধারণী আদেশ এবং আপীল আদেশ এর সার্টিফাইড কপি দরখাস্তে কোর্ট ফি আইনের দ্বিতীয় তফশীল এর ১(এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৪ টাকা কোর্ট ফি প্রদান করতে হবে;

(খ) উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর কমিশনার, আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার, আপীলাত কর কমিশনার এবং কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর নিকট দাখিলকৃত ওশালত নামায় কোর্ট ফি আইনের দ্বিতীয় তফশীল এর ১(বি) অনুচ্ছেদ মোতাবেক ২০ টাকা কোর্ট ফি সংযোজন করতে হবে;

(গ) টি.আই.এন সার্টিফিকেট, ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আবেদন, কর মামলার শুনানীর সময় বৃদ্ধিও আবেদন এর সাথে কোর্ট ফি আইনের দ্বিতীয় তফশীল এর ১(সি) অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৫ টাকা কোর্ট ফি সংযোজন করতে হবে।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

তাহমিদ হাসনাত খান
দ্বিতীয় সচিব (আয়কর আইন ও বিধি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।